এক কৃষকের সঙ্গে সেতুবন্ধ

লিখেছেন **আদিত্য শাহীন**

রেডলিফ এক সময়ের জনপ্রিয় বলপেন। খুব ভালো লিখতো বলেই এই কলমটির সঙ্গে প্রেমের স্মৃতি আছে সবারই। বলপেনটির ব্যাপক ব্যবহার নেই এখন। চোখেও পড়ে না খুব একটা। আশির দশকে এই কলমটি ফুটে থাকতো বিটিভির একজন উপস্থাপকের জলপাই রঙের শার্টের পকেটে। সেবাকর্মীর শার্টে শোল্ডার থাকে তা আমার বোধগম্যে এসেছিল খুব ছোটবেলায় স্কাউটের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ব্যাডেন পাওয়েলের ছবি দেখে। জলপাই রঙের শোল্ডারঅলা শার্টের পকেটে রেডলিফ, চোখে একটু ভারী ফ্রেমের চশমা পরা ব্যক্তিকে আশির দশকের যেসব শিশু দেখেছে তারা আজও খুব সহজেই আবিষ্কার করতে পারে। টেলিভিশনের মতো বৃহৎ একটি বিনোদন মাধ্যমের বহু পরিবর্তন এসেছে গত ৪০ বছরে (বাংলাদেশ টেলিভিশন প্রতিষ্ঠার সময় হিসেবে)। পরিবর্তন এসেছে অনুষ্ঠান নির্মাণ, পরিবেশনা ও উপস্থাপনায়। টেলিভিশনের কোনো পরিবেশনায় কস্টিউম সমকালীন আধুনিকতা দাবি করে। তাই পরিবর্তন এসেছে কস্টিউমেও। সময়ের দাবি অনুযায়ী পরিবর্তন সবখানেই লক্ষণীয়। কিন্তু বিটিভির এক সময়ের মাটি ও মানুষের নির্মাতা ও উপস্থাপক এবং বর্তমানের চ্যানেল আই'র হৃদয়ে মাটি ও মানুষের পরিচালক-উপস্থাপক শাইখ সিরাজের কস্টিউমে কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। এখানেই তার নিজস্ব দর্শন। অনুষ্ঠান নির্মাণ ও সমকালীন জীবন যাপনের নিজস্ব কৌশল, নিজস্ব ডিজাইন।

গ্রামপ্রধান বাংলাদেশের মূল যে শক্তি উৎপাদক গোষ্ঠী, তাদের বসবাস গ্রামে। পরিপাটি স্যুট-টাই পরা ভদ্রলোকগুলোকে গ্রামের মানুষ স্বাভাবিকভাবেই অন্য মানুষ মনে করে। তাদের সামনে শাইখ সিরাজের কস্টিউম মিলে যায় একশ' ভাগ। কৃষকরা খুব সহজে তার কাছে ভিড়ে যায়। অবশ্য এটি দীর্ঘদিনের চেনাজানার মধ্য দিয়েই ঘটেছে। শুধু কস্টিউম নয়, উপস্থাপন ও বাচনভঙ্গি অবশ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কৃষকের সঙ্গে মিশে গিয়ে তার স্বরে, তার ভঙ্গিতে কথা বলাটাও একটি বিশেষ কৌশল। যেটি শাইখ সিরাজ তার অনুষ্ঠান নির্মাণের ক্ষেত্রে খুব সচেতনভাবেই মেনে চলেছেন দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে।

চ্যানেল আইতে শাইখ সিরাজের হৃদয়ে মাটি ও মানুষ শুরু হয় গত বছরের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে। ২০০৩-এর ডিসেম্বরে তিনি ৭ বছর পর আবার কৃষকদের খুব কাছাকাছি গিয়ে মাটি ও মানুষের আদলেই শুরু করেন অনুষ্ঠানের শুটিং। প্রথম শুটিংটি ছিল নরসিংদীতে। বিষয় : সবজি উৎপাদন বনাম কৃষকের উপার্জন। জাঁকানো শীত তখন। হৃদয়ে মাটি ও মানুষের ধারকদল চ্যানেল আই'র সিদ্ধেশ্বরীর অফিস থেকে রওয়ানা করেছে ভোর ৪টায়। ঘন কুয়াশা ভেদ করে আমরা নরসিংদীর বেলাবো গ্রামের নূর ইসলামের সবজি ক্ষেতে পৌঁছাতেই ত্বরিত তিনি গরম পোশাক খুলে সেই হাফ হাতা জলপাই রঙের শোল্ডারঅলা শার্টটি পরে নিলেন, পরলেন চশমা, পকেটে পুরে নিলেন রেডলিফ বলপেনটি। মুহূর্তেই যেন অন্য এক শাইখ সিরাজকে দেখতে পেলাম আমরা। ছোটবেলায় বিটিভিতে যে শাইখ সিরাজকে দেখেছিলাম, বাস্তবতার শাইখ সিরাজ আসলে সে রকম নয়- এমনটিই মনে হয়েছিল ২০০৩ সালের ২৫ জুনে, যেদিন প্রথম তাকে সামনাসামনি দেখার সুযোগ হয়। চ্যানেল আই'র পরিচালক শাইখ সিরাজের সঙ্গে মাটি ও মানুষের পরিচালক শাইখ সিরাজের আকাশ-পাতাল তফাত লক্ষ্যগোচর হয় সে দিনই তার কথাবার্তায়, দৃষ্টিপাতে পোশাকে ও আচরণে। এমন একজন পুরোদস্তুর এক্সিকিউটিভ মাঠেঘাটে কৃষকের কাঁধে কাঁধ মেলান কিভাবে? মেলাতে পারছিলাম না তার সঙ্গে পেশাগতভাবে কাজের সুযোগ পাবার পরও। প্রথম শুটিংয়ের দিনেই সেই অমীমাংসিত বিষয়টির শেষ নাম। বুঝে নিলাম, এটি নির্মাণশৈলী, যা একটি টোটাল ব্যাপার। একেবারে নখ থেকে চুল পর্যন্ত। পুরোটাই শাইখ সিরাজের দীর্ঘ পথচলার অভিজ্ঞতালব্ধ ফলাফল। মনে হলো আশির দশকের সেই শাইখ সিরাজকে দেখছি, শুনছি সেই কণ্ঠস্বর। ক্যামেরা অন করার নির্দেশনা দিয়ে তিনি চলে গেলেন কৃষকের পাশে। কথা বলছেন, অনুসরণ করছেন কৃষকের কাজ। যেন স্বাভাবিক একটি প্রক্রিয়া, নেই প্রস্তুতি, নেই কোনো আড়ম্বর। কয়েক মিনিট শুটিংয়ের পর নিজেই হাতে তুলে নিলেন ক্যামেরা। কখনো কৃষকের পেছন অনুসরণ করছে তার ক্যামেরা, কখনো সামনে। ক্যামেরা চলে যাচ্ছে শীতের সকালে কৃষকের হাস্যোজ্জ্বল মুখে কিংবা কুঁচকে ওঠা কপালে। ক্যামেরা চলে যাচ্ছে কৃষি শ্রমিকের হাতের পেশিতে, পরিশ্রমী চোখের পলকে।

হৃদয়ে মাটি ও মানুষ অনুষ্ঠানের যখন প্রস্তুতি চলছিল, তখন শাইখ সিরাজ একটি ছবি এঁকেছিলেন। ছবিটি এঁকেছিলেন সম্প্রচারকের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তার মনের ভেতরে। আমাদের সঙ্গে আলোচনাও করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এক সময় কৃষকদের কৃষিকাজ শেখানোর প্রয়োজন ছিলো, প্রয়োজন ছিলো নতুন নতুন কৃষি কৌশলের বার্তা তাদের কাছে পৌঁছে দেয়া। সে সময়টি পুরোপুরিই পাল্টেছে। দেশের সকল পর্যায়ের কৃষকরা নিজেদের চাহিদা থেকে কৃষিকাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। এখন তাদের প্রয়োজন কৃষিপণ্য বাজারজাত করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দূর করা, কৃষি শিল্পের প্রসার ঘটানোর জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন শিল্প উদ্যোক্তার সঙ্গে কৃষকের একটি সেতুবন্ধ রচনা করা। আর সেই চিত্রটি ছিলো এ রকম, 'একজন কৃষক তার কর্দমাক্ত শরীর নিয়ে আবাদী ক্ষেত থেকে উঠে আসবেন একটি হাইওয়েতে। কৃষকের কাছে এসে দাঁড়াবে একটি অভিজাত গাড়ি। গাড়ির দরজা খুলে বের হবেন একজন স্যুট পরা অভিজাত ভদ্রলোক। কৃষকের কর্দমাক্ত হাতের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করবেন তিনি। এরপর ক্যামেরা জুম হবে করবন্ধনে।' এই চিত্রটি আয়োজন করে আজও ধারণ করা হয়নি। বুঝেছি, এর মধ্যে সামান্য আয়োজনের ব্যাপার থাকায় তিনি নিজে থেকেই পরে আর উৎসাহ দেখাননি। শাইখ সিরাজ অনুষ্ঠান নির্মাণের ক্ষেত্রে পুরো নির্মাণ কৌশলের মধ্যে ন্যাচারাল ব্যাপারটিকেই সবচেয়ে প্রাধান্য দেন। তার মুখে শুনেছি, সাজানো কোনো কিছু দিয়ে হৃদয়ে মাটি ও মানুষের মতো একটি অনুষ্ঠান কখনোই নির্মাণ করতে চান না। অবশ্য তিনি একবার টাইটেলের একটি শটের জন্য চাইছিলেন কৃষকের উচ্ছ্বসিত হাতের সঙ্গে নিজের হাতের একটি উচ্ছ্বসিত তালি বাজাতে। সেই লক্ষ্যে তিনি নরসিংদীর বেলাবো গ্রামের এক বৃদ্ধ কৃষকের উচ্ছ্বসিত হাতের সঙ্গে নিজের হাতটি সশব্দে মিলিয়েছিলেন। পরে কৃষকটি হেসে তাকে জড়িয়ে ধরেন একেবারে নিজস্ব আবেগে। অকৃত্রিম সেই দৃশ্যটি হৃদয়ে মাটি ও মানুষের টাইটেলে এখনো চোখে পড়ে।